শিমু ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার

স্বাগতম

থিউরী ক্লাস-০২

রোড মার্কিং

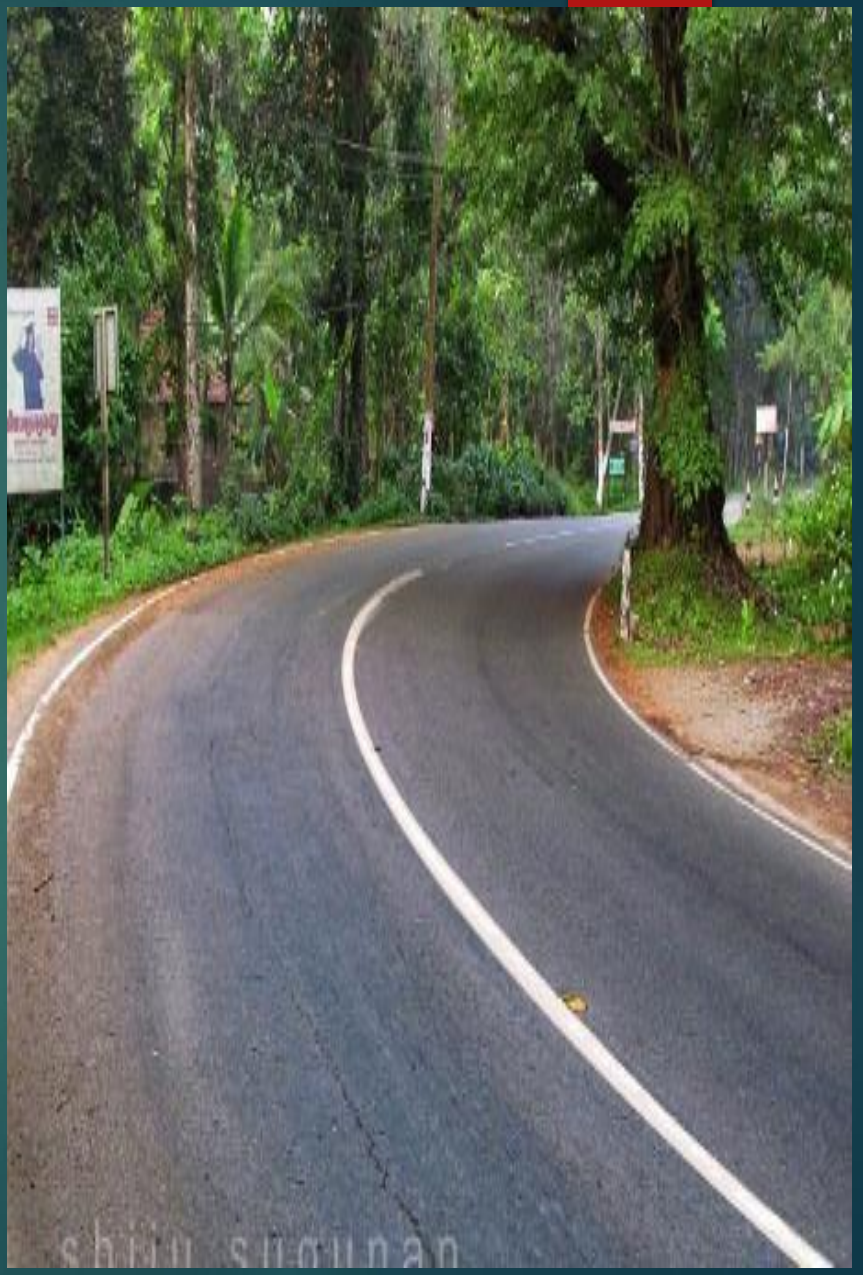

রোড মার্কিং কাকে বলে?

- রাস্তা চলাচলের সুবিধার্থে রাস্তার মাঝখানে, রাস্তা বরাবর ও রাস্তা আড়াআড়ি যে সাধা রংয়ের দাগ চিহ্ন থাকে তাকেই রোড মার্কিং বলাহয়।

রোড মার্কিং ২ প্রকার ।

- রাস্তা আড়াআড়ি
- রাস্তা বরাবর

রোড মার্কিংয়ে থার্মোপ্লাষ্টিক পেইন্ট রং ব্যাবহার করা হয়।

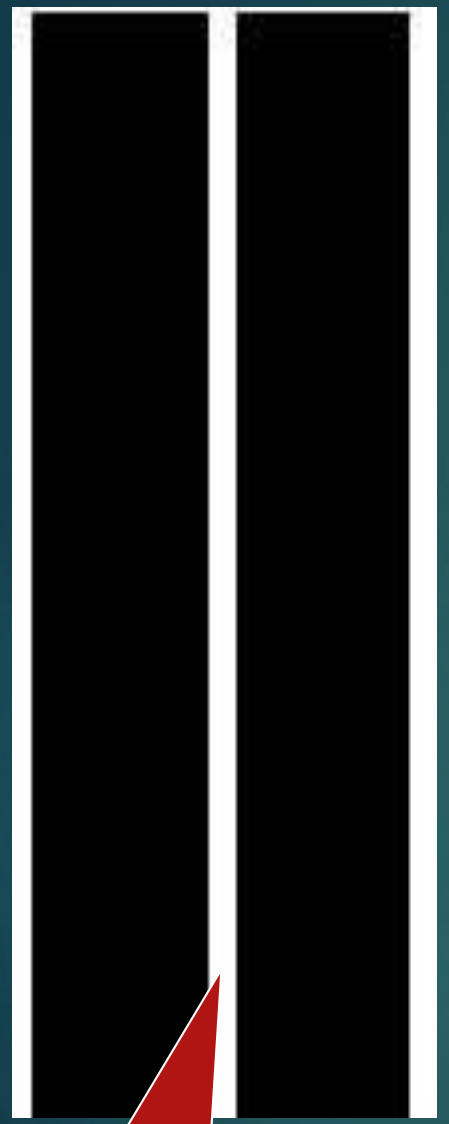

প্রতিবন্ধক রেখা

প্রান্ত রেখা

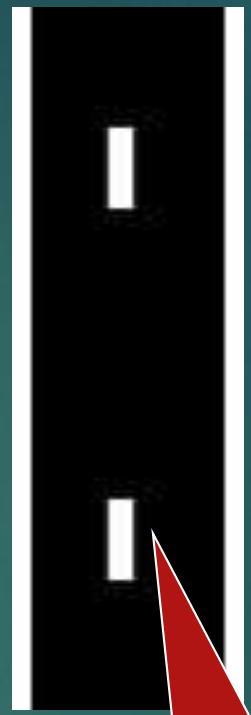

লেন রেখা

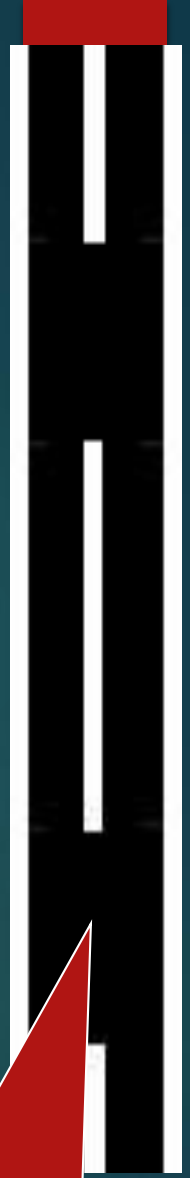

লেন সতর্কীকরণ রেখা

লেন

- সড়ক এবং মহাসড়কগুলোতে বিভিন্ন ধরণের এবং গতির যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে এবং সার্বিক নিরাপত্তা ও শৃংখলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মূল সড়ককে লম্বালম্বিভাবে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। এ গুলো লেন হিসাবে পরিচিত
- রাস্তা বরাবর অঙ্কিত যে সাদা ভাঙ্গা ভাঙ্গা রেখা দ্বারা চিহ্নিত থাকে সেগুলো লেন রেখা নামে পরিচিত

এক লেনের সড়ক

- এক লেন বিশিষ্ট সড়কে বাম পাশ ঘেঁসে চলুন।
- সামনে থেকে কোন গাড়ি আসতে থাকলে অথবা পিছনের কোন গাড়ি আপনার গাড়িকে ওভারটেক করতে চাইলে কিছুটা সোল্ডারে নেমে হলেও গাড়িগুলোকে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিন।

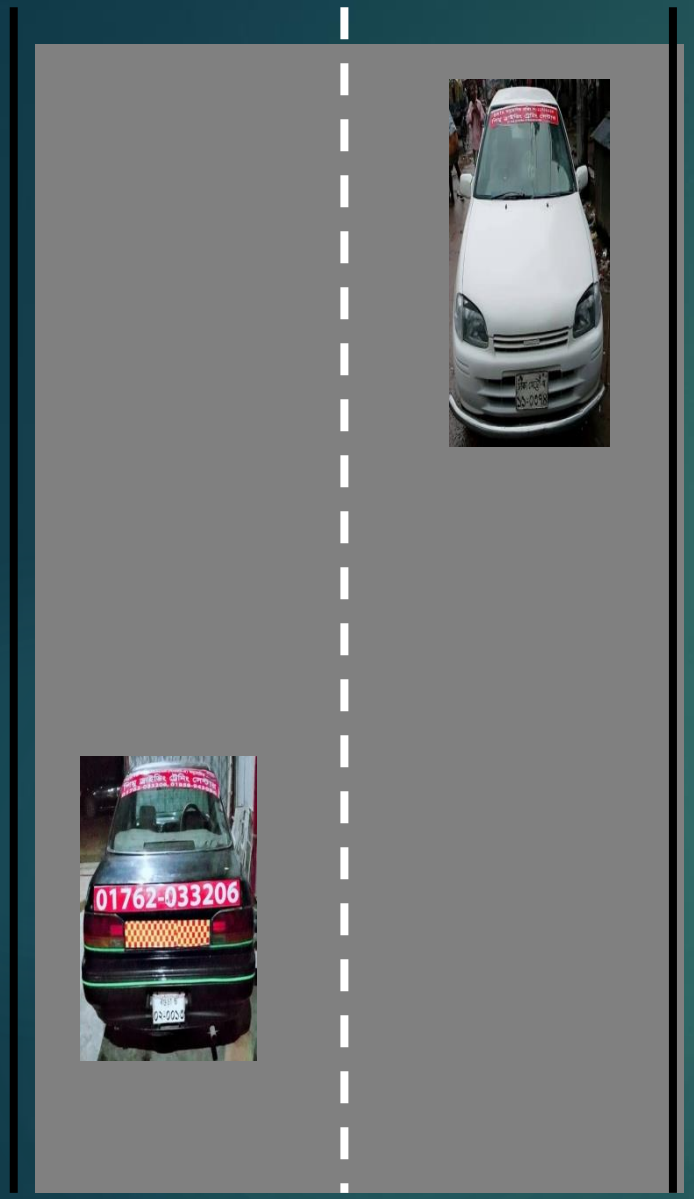

দুই লেনের সড়ক

- যার যার বাম দিকের লেন ব্যবহার করুন।
- লেনের বামপাশ ঘেঁসে চলুন।
- শুধু ওভারটেক করার সময়, থেমে থাকা গাড়িকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময়, ডানে মোড় নেওয়ার সময় বা পথচারী থাকলে সাবধানে ডান পাশে সরে আসুন।

তিন লেনের সড়ক

- যার যার বাম লেন দিয়ে চলুন।
- মাঝখানের লেনটি থাকবে উভয় দিক থেকে আসা গাড়ির ওভারটেক করার জন্য উন্মুক্ত।
- ওভারটেক করার সময় সংকেত দিয়ে মাঝখানের লেনে প্রবেশ করুন। নিরাপদে ওভারটেকিং এর পর পূনরায় সংকেত দিয়ে বাম লেনে ফিরে আসুন।

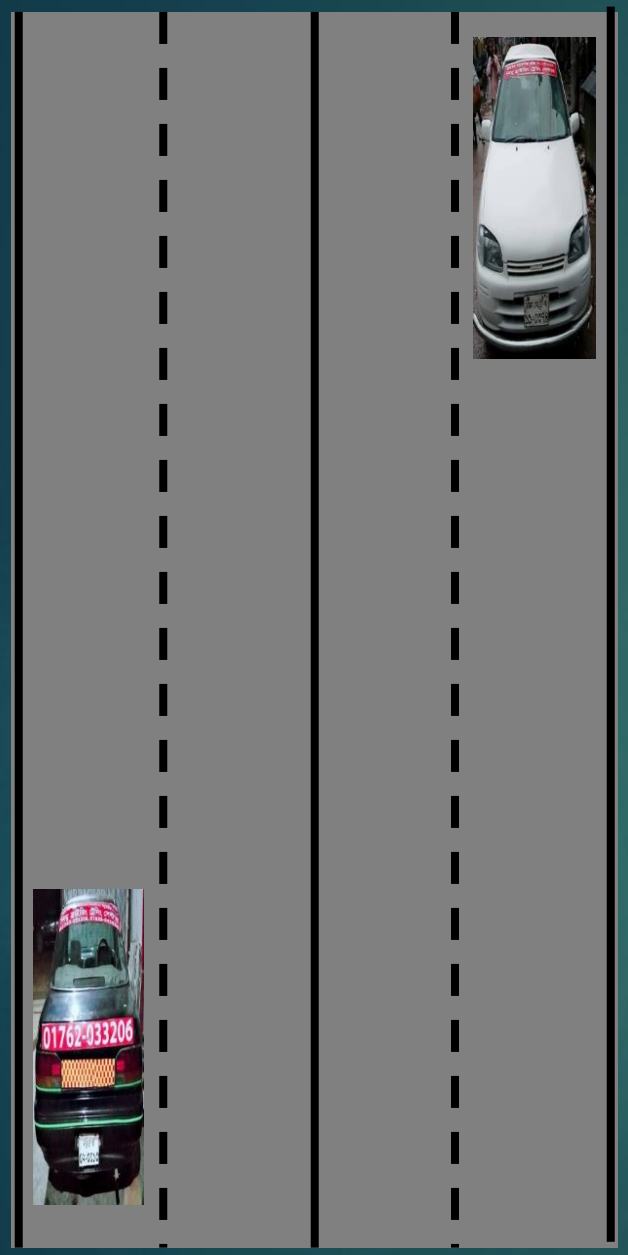

চার লেনের সড়ক

- চার লেন বিশিষ্ট সড়কের মাঝ বরাবর রেখাটি হচ্ছে সড়ক বিভক্তিকারী রেখা। অর্থাৎ যে কোন একদিকে যাওয়ার জন্য দুটি লেন ব্যবহার করা যাবে।
- সবথেকে বামের লেনে যদি কোন ধীর গতির গাড়ি না থাকে তবে সেখান দিয়ে গাড়ি চালান।
- সামনের গাড়িকে ওভারটেক করার সময় সংকেত দিয়ে ডানদিকের লেনে প্রবেশ করুন। নিরাপদে ওভারটেকিং এর পর পূনরায় সংকেত দিয়ে বাম লেনে ফিরে আসুন।
- কোন দ্রুতগামী যান ওভারটেক করতে চাইলে নিরাপদ মনে হলে আরও বামে সরে গিয়ে ওভারটেক করার সুযোগ দিন।

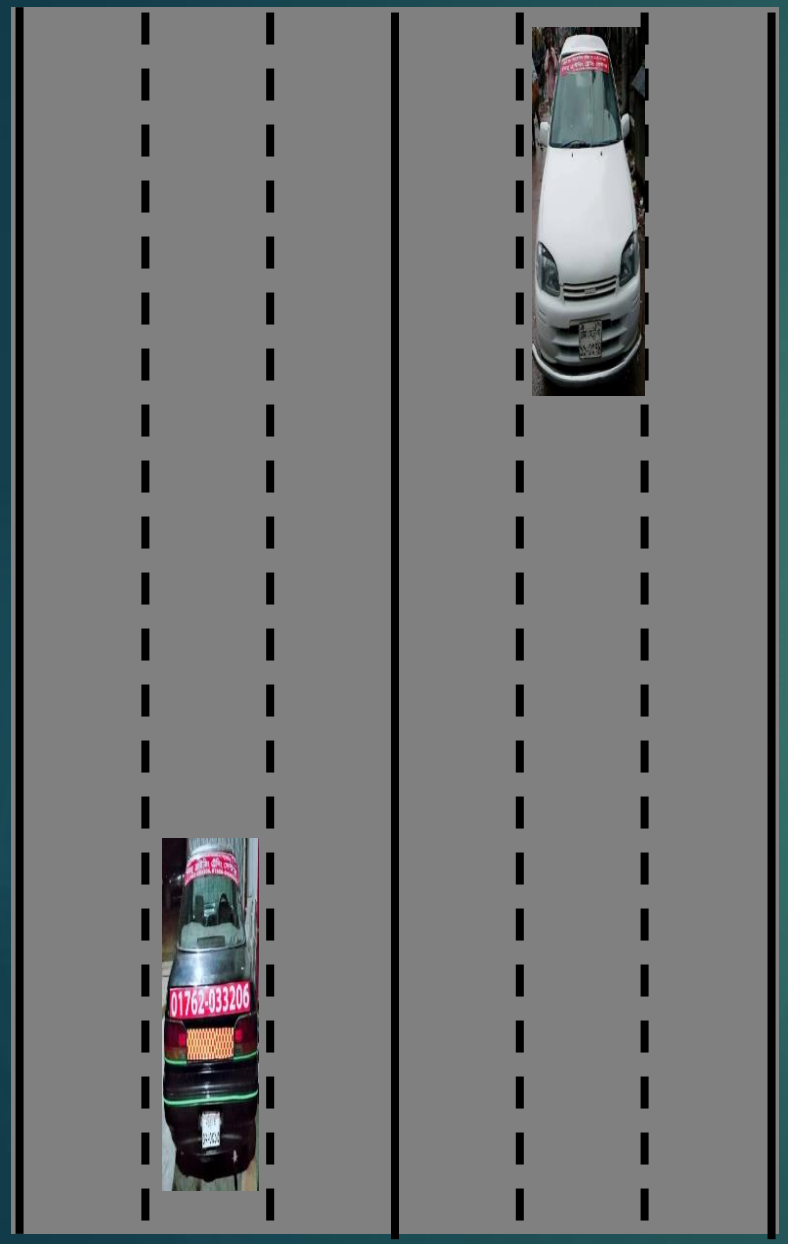

ছয় লেনের সড়ক

- এ সড়কের মাঝখানে কংক্রিটের ডিভাইডার বা রেখা দিয়ে রাস্ড়া তিন লেন করে ভাগ করা হয়ে থাকে।
- তিন লেনের মাঝখানের লেন দিয়ে চলুন
- সবথেকে বামের লেনে ধীরগতির ও ভারী যানবাহনের জন্য
- ডান দিকের লেনটি দ্রুতগামী বা ওভারটেক করতে চায় এমন গাড়ির জন্য উন্মুক্ত রাখুন।
- ওভারটেক করার সময় সংকেত দেখিয়ে ডান লেনে প্রবেশ করুন।
- কখনই রাস্ড়া বরাবর অঙ্কিত নিরবিচ্ছিন্ন (টানা) একক বা দ্বৈত রেখা ক্রস করে ওভারটেক করবেন না।

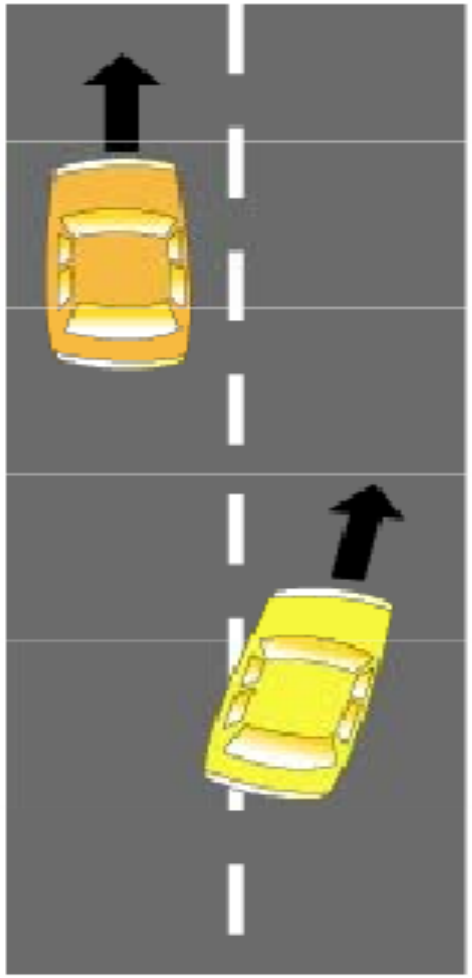

99 পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূলে থাকলে উভয়দিক থেকে লেন পরিবর্তন করা যাবে।

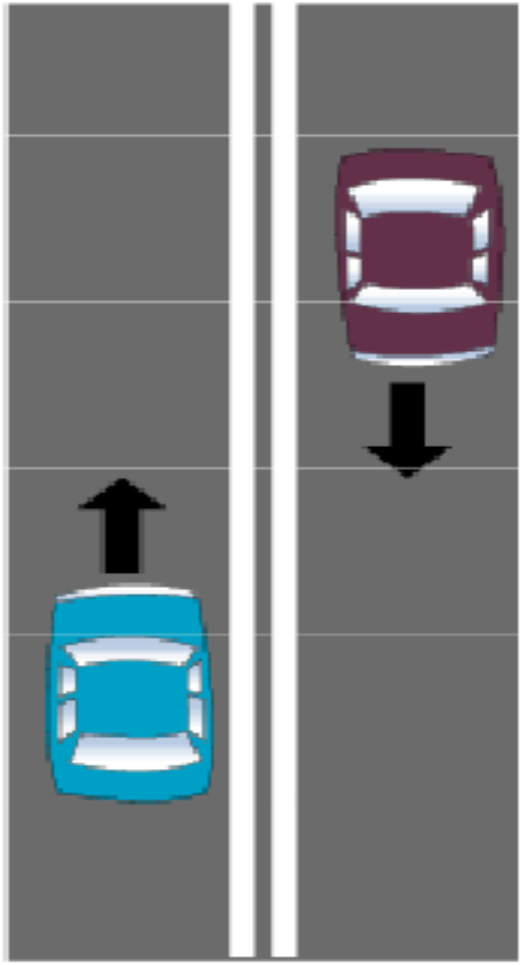

কোনোদিকেই লেন পরিবর্তন করা যাবে না।

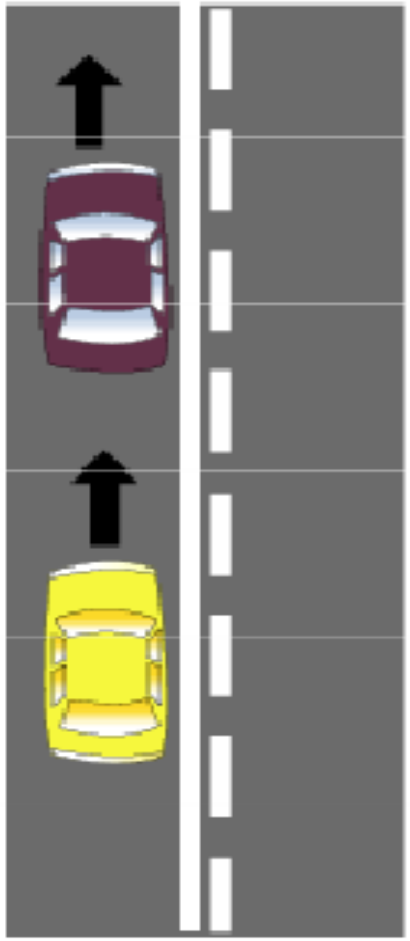

বামদিকে অখন্ড লাইন থাকায় বামলেনের গাড়ি ডানলেনে যেতে পারবে না।

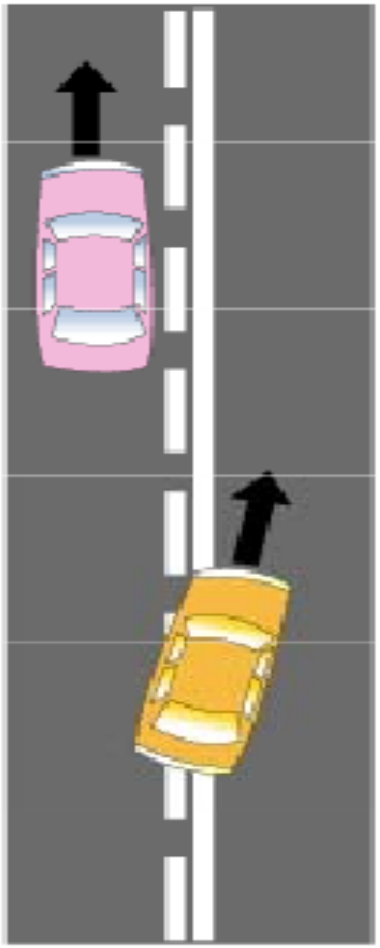

বামদিকে খন্ডিত লাইন থাকায় বামলেনেরগাড়িডান লেনে যেতে পারবে।

জেব্রা ক্রসিং

- ব্যাস্তসড়ক বা মোড়গুলোতে পথচারী পারাপারের জন্য কালো পিচঢালা সাধা রংয়ের দাগ দিয়ে জেব্রা ক্রসিং করা হয়। জেব্রা ক্রসিং ব্যাবহার করে পথচারীরা রাস্তার এক পাশ থেকে অন্য পাশে যাতায়াত করে থাকেন। মনে রাখতে হবে জেব্রা ক্রসিংয়ে পথচারীদের অগ্রাধিকার সবচেয়ে বেশি।

সড়ক সংযোগে গতিপথ নির্দেশক ও অন্যান্য রেখা

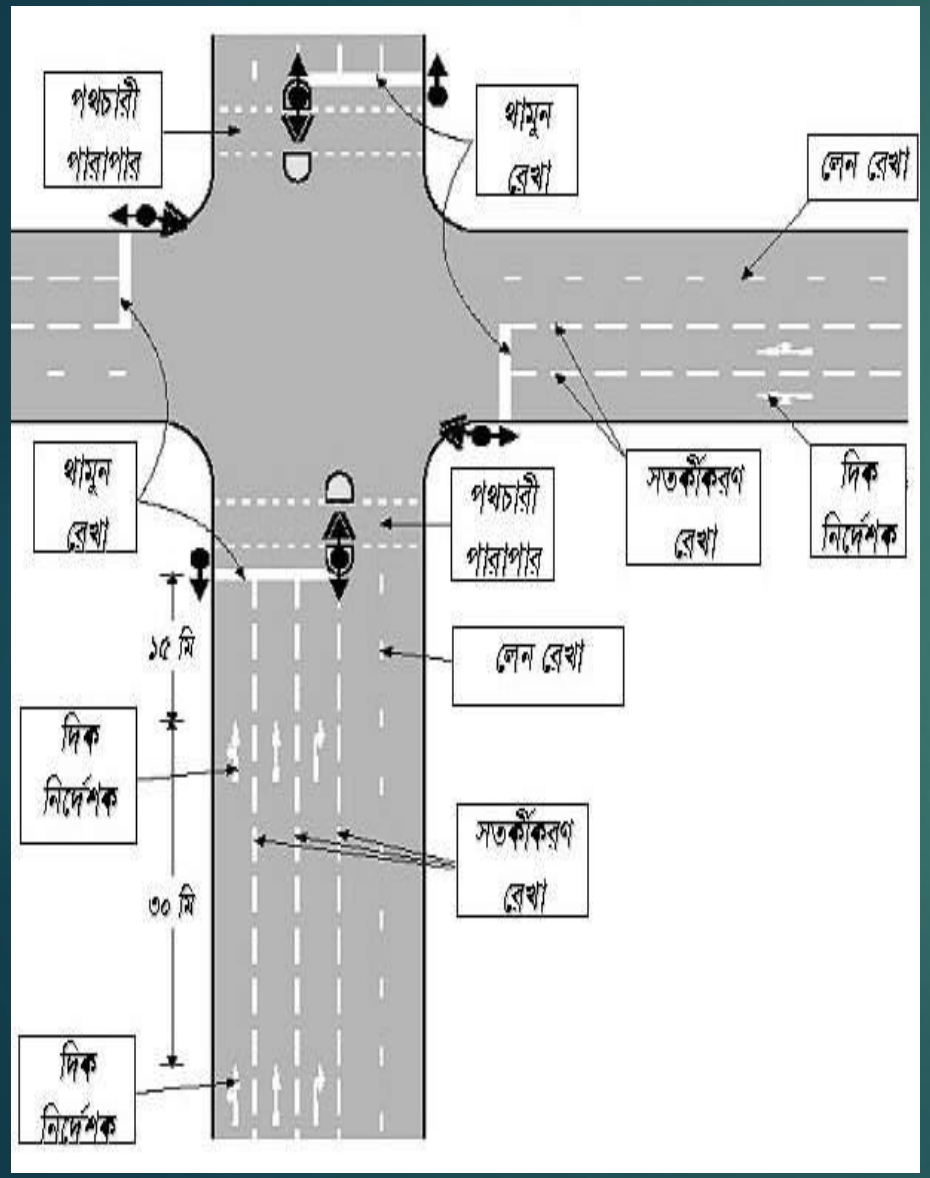

- সড়ক সংযোগের ৪৫ মিটার আগে তীর চিহ্ন দেওয়া থাকে। এখান থেকেই নির্ধারিত লেনে প্রবেশ করা শুরু করুন।

- সংযোগের ১৫ মিটার আগেও একই ধরণের তীর চিহ্ন দেওয়া থাকে। এখানে লেনগুলি অনেক সময় নিরবিচ্ছিন্ন রেখা দ্বারা চিহ্নিত থাকে। যার অর্থ হচ্ছে এখানে লেন পরিবর্তন করে অন্য লেনে যাওয়া যাবে না। এখানে নির্দেশিত তীর চিহ্ন অনুযায়ী লেন দিয়ে চলুন।

বামদিকে মোড় নেওয়ার নিয়ম — **ডানদিকে মোড় নেওয়ার নিয়ম**

হলুদবক্স

- সামনের গাড়ি প্রস্থানের পূর্বে কোনো অবস্থাতেই হলুদ বক্সে প্রবেশ করা যাবে না, এমনকি সবুজ বাতি জ্বললেও।
- অত্যন্ত ব্যস্ত রোড জাংশন, বিশেষকরে সিগন্যাল বিশিষ্ট জাংশন, এই ধরনের মার্কিং ব্যবহার করা হয়।

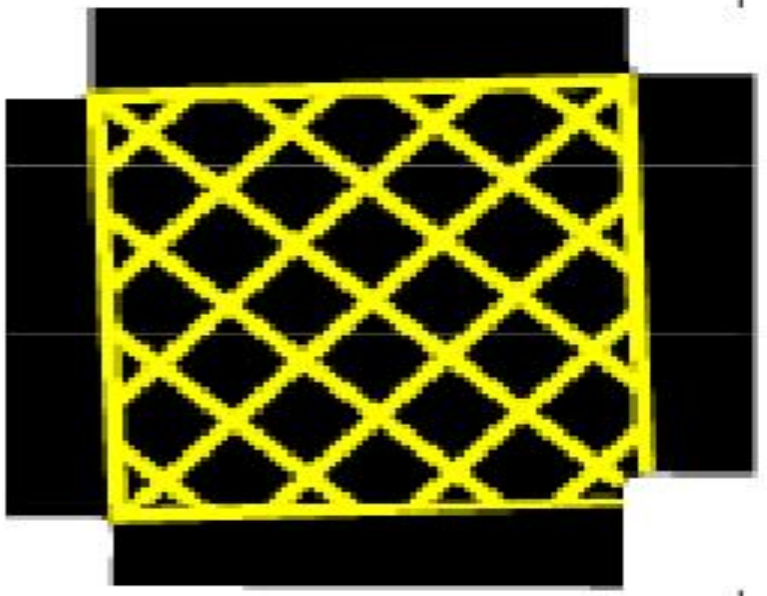

পার্কিং

পার্কিং সাধারনত ৩ প্রকার।

- প্যারালাল পার্কিং (সমান্তরাল পার্কিং)

- এঙ্গুলার পার্কিং (কোনাকুনি পার্কিং)

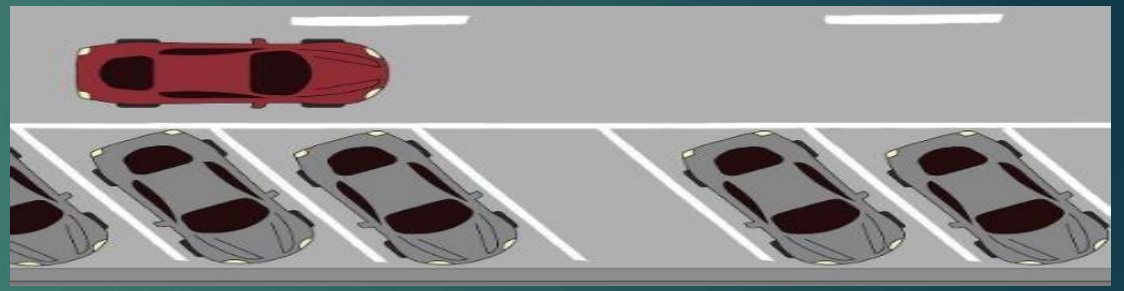

- পেরাপেন্ডুলাম পার্কিং
(আড়াআড়ি বা জিগজাগ পার্কিং)

FLOWING DISTANCE – মধ্যবর্তী দুরত্ব

মধ্যবর্তী দুরত ৩ প্রকার।

(১) দুই সেকেন্ড পদ্ধতি

(২) মিটার পদ্ধতি

(৩) গাড়ী পদ্ধতি

গাড়ী ওভারটেক করার সঠিক নিয়ম

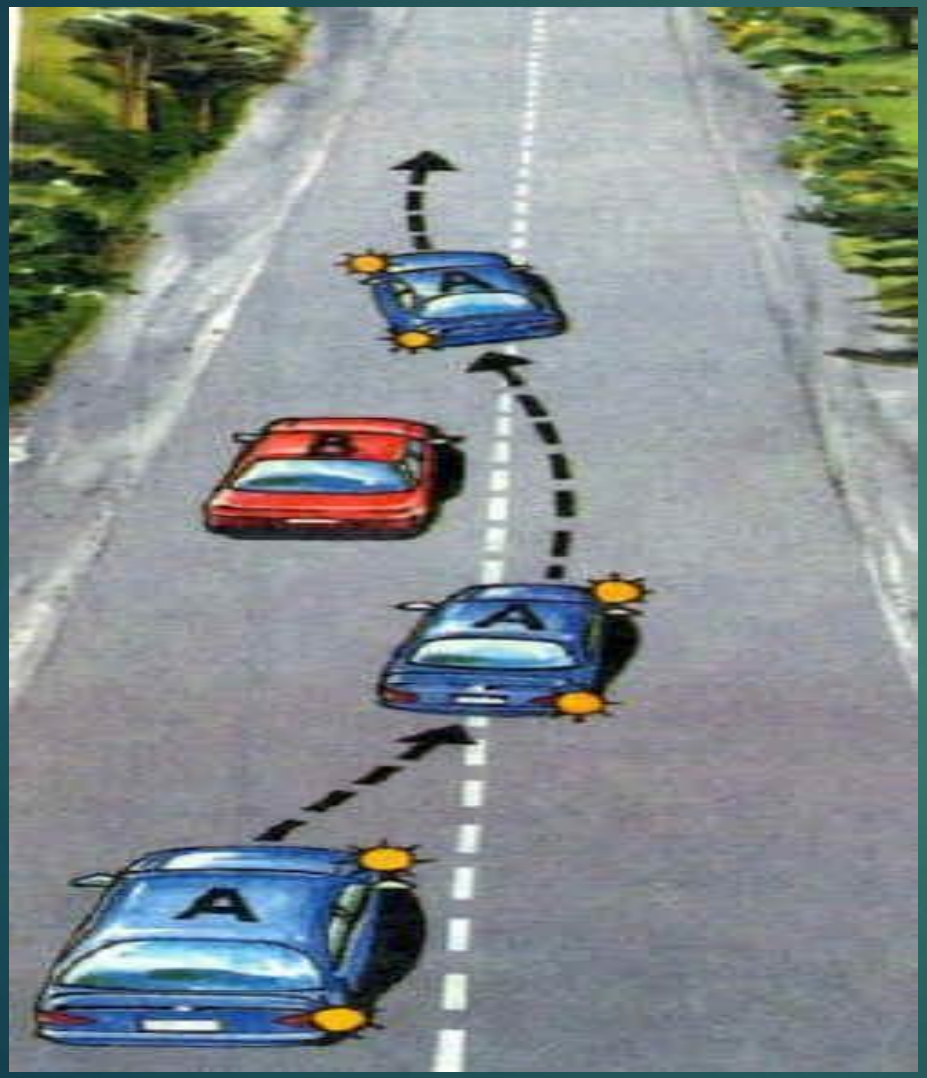

যে সব অবস্থায় ওভারটেক করা যাবে না

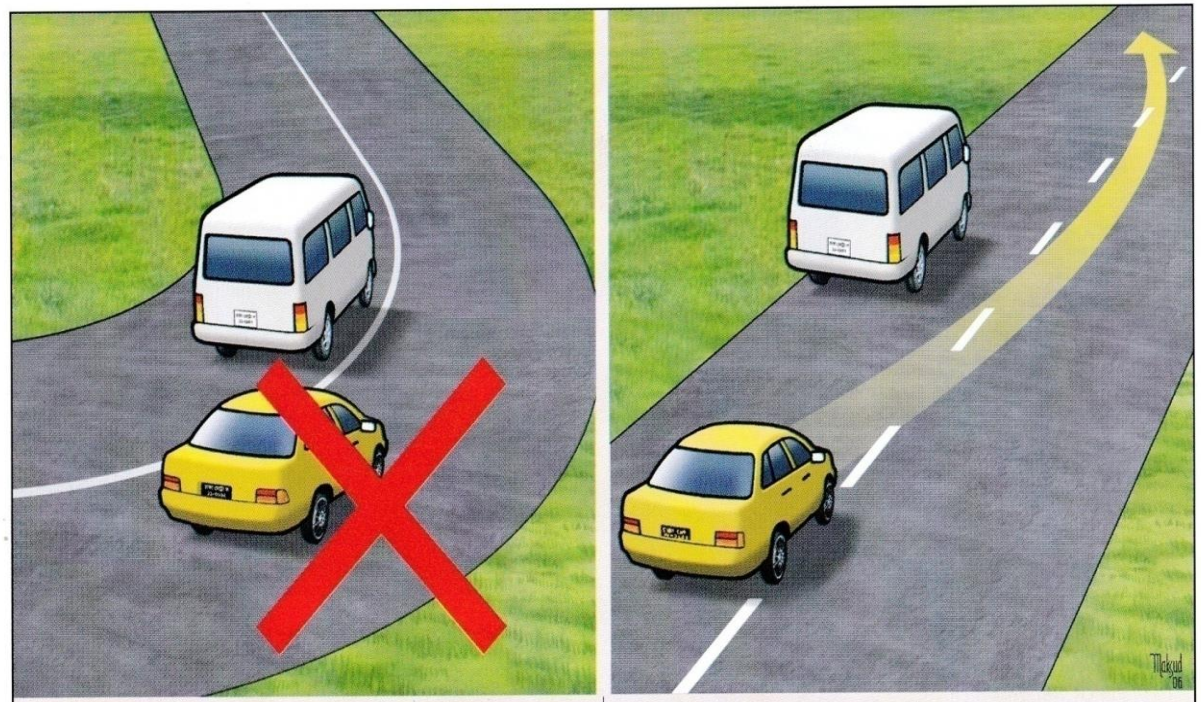

(ক) যে গাড়িকে ওভারটেক করছেন তার খুব কাছাকাছি যাবেন না, নিরাপদ দূরত্বে থাকবেন, কারণ সামনের দিক থেকে আসা যানবাহন স্পষ্ট দেখা যাবে না ফলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

(খ) হঠাৎ করে কোন সিগনাল না দিয়ে কোন গাড়িকে ওভারটেক করবেন না।

(গ) ওভারটেকরত গাড়িকে অনুসরণ করবেন না। পরবর্তী সময়ে নিরাপদ মনে হলে ওভারটেক করতে পারেন।

সেতু পারাপারে করণীয়

ফেরী পারাপারে করণীয়

কুয়াশার মধ্যে গাড়ী চালনা

বৃষ্টির মধ্যে গাড়ী চালনা

রাত্রী কালীন গাড়ী চালনা

অধিক দুর্ঘটনা প্রবণ স্থান - এ করণীয়

দীর্ঘপথ গাড়ী চালনা

গরমের মধ্যে গাড়ী চালনা

অরক্ষিত লেভেল ক্রসিং-এ গাড়ি চালনা

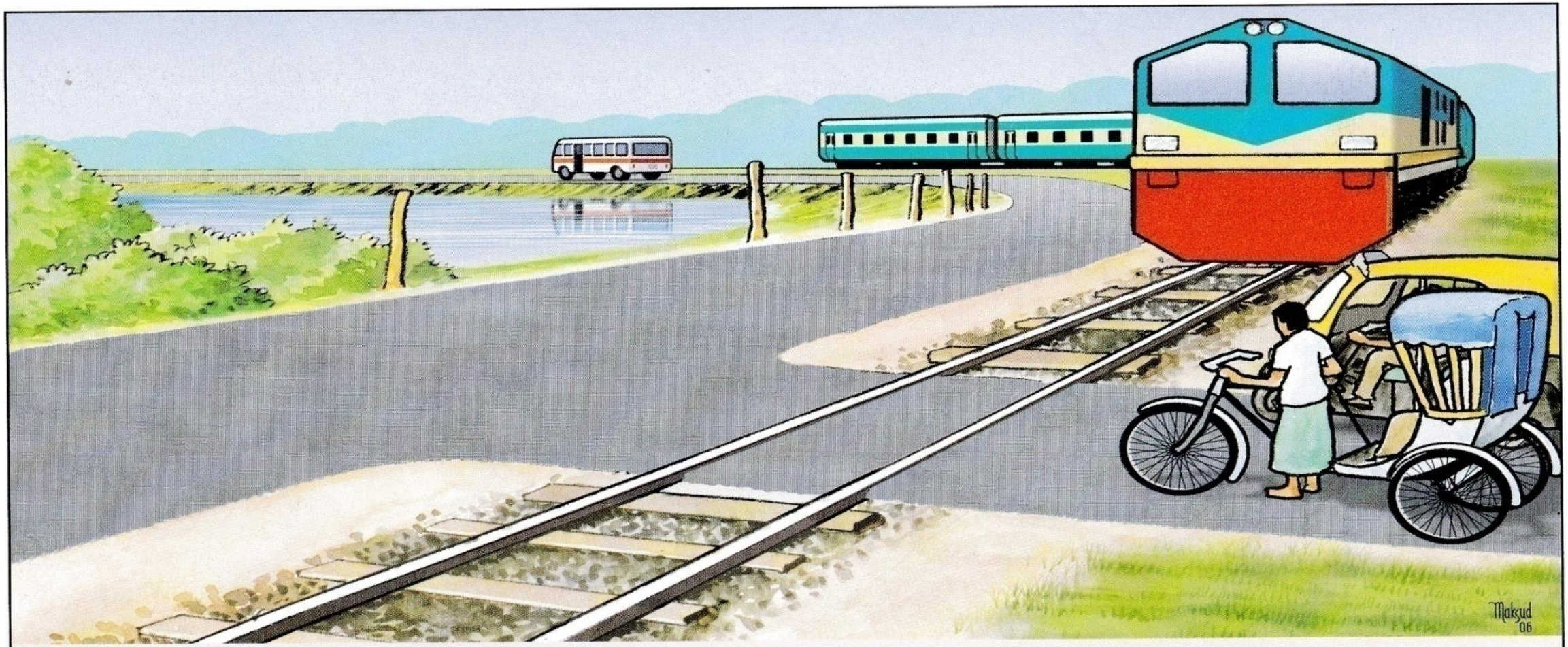

গেট ছাড়া লেভেল ক্রসিং পার হওয়ার সময় উভয় দিকে ভালো করে দেখে পার হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে পার হোন ।

রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং-এ গাড়ি চালনা

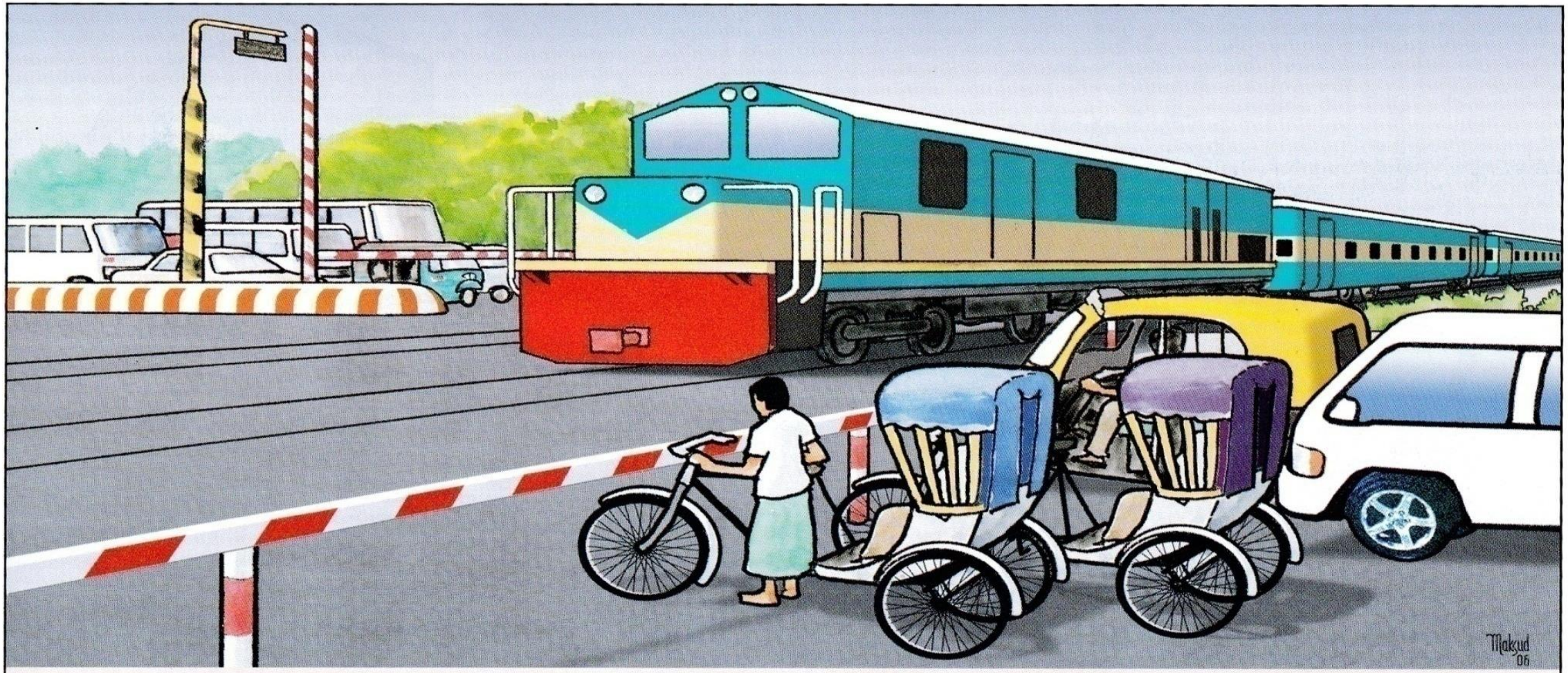

কোনো রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং-এর দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় গাড়ির গতি কমান । গেট যদি বন্ধ থাকে থেমে যান এবং গেট খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন । আধাখোলা গেট দিয়ে কখনই পার হওয়ার চেষ্টা করবেন না ।

U-turn এর সঠিক নিয়ম

THANK YOU